১০ ৪

সাঘাটায় যেখানে-সেখানে অর্ধশতাধিক কেজি স্কুল

হাতিয়ে নিচ্ছে লাখ লাখ টাকা

প্রতিনিধি, সাঘাটা (গাইবান্ধা)

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার যত্রতত্র গড়ে উঠেছে অর্ধশত কিনডার গার্টেন (কেজি) স্কুল। এসব স্কুলে মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থা না থাকলেও কর্তৃপক্ষের নানা কৌশলে চাপিয়ে দেয়া নিয়মনীতিতে অসহায় হয়ে পড়েছে কোমলমতি শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকরা। এক শ্রেণীর মুনাফা লোভী ব্যক্তি স্বঘোষিত অধ্যক্ষ এবং পরিচালক সেজে কিনডার গার্টেনের নামে এসব প্রতিষ্ঠান খুলে হাতিয়ে নিচ্ছেন লাখ লাখ টাকা।

জানা গেছে, সাঘাটা উপজেলার সদরসহ, প্রত্যন্ত অঞ্চলের যত্রতত্র শিক্ষার্থীদের মানসম্মত শিক্ষাদানের কথা বলে গড়ে উঠেছে অর্ধশত কেজি স্কুল। কতিপয় শিক্ষিত বেকার ও অর্ধশিক্ষিত যুবক স্বল্প বিনিয়োগে অধিক লাভের আশায় এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। আধুনিক ও মানসম্মত শিক্ষাদানের কথা বললেও মূলত তারা কেজি স্কুলগুলোকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। এসব কেজি স্কুলে সরকারি কোন নিয়মনীতি মানা হয় না। নেই কোন স্কুল পরিচালনা পরিষদ এবং স্টাফ নিয়োগের বিধিমালা। যে কোন স্থানে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে বা নির্মাণ করে সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে চলছে এসব স্কুল নামের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান। এমনকি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কেজি স্কুল। নামেমাত্র কয়েকটি স্কুলে পাঠদান ও অন্যান্য পরিবেশ ঠিকঠাক থাকলেও অধিকাংশ কেজি স্কুলগুলোতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীদের নেই কোন বিনোদন ব্যবস্থা ও খেলার মাঠ। নামেমাত্র বেতন ভাতা দিয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিয়োগ করা হলেও শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে লাখ লাখ টাকা। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের মালিক নিজেই অধ্যক্ষ আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানে নিজেই পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অভিভাবকরা অভিযোগ করেন, সরকারি কোন নিয়মনীতি প্রয়োগ এবং পরিদর্শন ব্যবস্থা না থাকায় এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ তাদের ইচ্ছামত ফি-বেতন আদায় করছে। এ ব্যাপারে সাঘাটা উপজেলা শিক্ষা অফিসার জানায়, সরকারের সু-নির্দিষ্ট নিয়মনীতি না থাকার কারণেই কেজি স্কুলগুলো অবৈধভাবে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ এবং সরকারি নির্দেশনা পেলে এ ব্যাপারে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।